২০২৭ সালে শিক্ষাক্রমে বড় পরিবর্তন আসবে : শিক্ষামন্ত্রী

জবি প্রতিনিধি
১৮ জুন ২০২৬, ১২:০০ এএম

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সময়ের প্রয়োজনে প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড একাডেমির দিকে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে সিলেবাস ও কারিকুলাম পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে এতে অনেকখানি পরিবর্তন আসবে এবং ২০২৮ সালে গিয়ে এ কারিকুলাম সম্পূর্ণ আপডেট ও আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে।

গতকাল বুধবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রথম ডিন অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, অতীতের সরকারগুলোর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) পদের চেয়ে ছাত্র সংগঠনের সভাপতি হওয়াকে অনেকে বেশি লাভজনক ও বড় মনে করতেন। ভিসিদের এমন মানসিকতা দেশের জন্য

অত্যন্ত লজ্জাজনক। মূলত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই অতীতে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল। একটি দেশের আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করতে চাইলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে এবং এ খাতে এবার ১৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের শুধু জিপিএ-৫ পাওয়ার অন্ধ প্রতিযোগিতা থেকে বের হয়ে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তরুণ সমাজকে মাদকের কড়াল গ্রাস থেকে দূরে থাকার এবং যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ ও শিক্ষা সচিব আবদুল খালেক। এ সময় জবি প্রথম ডিন'স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ১০৪ জনকে ডিন'স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। কলা অনুষদের ২১ জন, বিজনেস স্টাডিজ থেকে ১৬, বিজ্ঞান অনুষদের ১৫, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে ১৭, লাইফ অ্যান্ড আর্ট সায়েন্স থেকে ২৯, আইন অনুষদ ও চারুকলা অনুষদ থেকে তিনজন করে শিক্ষার্থী এ সম্মাননার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।